আবহমানী কবিতাসমূহ

'আমরা'

Camlin Page
Date / /

আবহমানী কাব্যের এমনি কবিতাবলীকে রবীন্দ্রনাথের চিরন্তন দার্শনিক মননশীলতার ফসল হিসেবে চিহ্নিত করা চলে। কবি স্বয়ং প্রচলিত ফ্রেমে এনেছেন সাবলীল ভাষাতে এই কবিতার মর্মে দার্শনিক তত্ত্বকথাকে তুলে ধরেছেন। কবিতাটিতে কবির বিরাট মনোবিকাশ ব্যক্তিত্ব মহীয়ময় ভাষা সুন্দর এমনিতে চেতনায় উদ্ভাসিত হয়েছে। যা অত্যন্ত সুন্দর ও ইঙ্গিতময়। ফলে তত্ত্বের কবিতায় কাব্যরসের উচ্চমাত্রার শিল্পিক বিশ্লেষণের ভাষা দেখেছে।

কবিতায় বর্ণিত তত্ত্বকথা বলবার জন্য কবি এক অনন্য বর্ণনাভঙ্গির করেছেন। ব্যক্তি মানুষ তার অহং বোধে পারিপার্শ্বিক প্রত্যেকটি ব্যক্তি বস্তুকেই অবজ্ঞা ও অবহেলার দৃষ্টিতে বিচার বিশ্লেষণে বিচার আলোচনায় হতে থাকে, এবং বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন হতে চায়। বিচ্ছিন্নতা বা বিচ্ছিন্নতার যেমন সকল সুযোগই প্রতিটি ব্যক্তি মানুষ তার সুবুদ্ধিমত্তার দ্বারা প্রথমে প্রতিটি সুযোগকে গ্রহণ করে তোলে। তখনই ব্যক্তি, একক ও একা। যার বিপরীতে কবির ভাষায় — 'সকল লোকের মনের বাসনা বিশ্বের মুক্তিস্নানে আমরা একত্র হইতেছি একাকী' (কবি : কবিতা)

মানুষের চিন্তাচেতনাতেই তার ব্যক্তিসত্তা এক্ষীভূত সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। এক কথায় বলতে গেলে সমষ্টিগত সত্তাতে সৌন্দর্যের সুন্দর মানুষের একক এক্ষীভূত কবি। তার সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির মিলনে সুন্দরের প্রকাশিত। মানুষ যদি ব্যক্তিত্ব পরিহার করে সমষ্টিতে মিশে যায় তবে সেখানে সৌন্দর্য ও সৌন্দর্য থেকে সৃষ্টিকর্তা হতে বঞ্চিত। তেমনি রবীন্দ্রনাথ এসেছে স্বীকার করেছেন সৌন্দর্যই হল মানুষের মুক্তি। এর থেকে ঐতিহ্যকালীন বিচ্ছিন্নতা সত্তার প্রকাশ। সত্যই মিলে। মিলনেই সুন্দর, সুন্দরেই মঙ্গলময়। প্রকারান্তে সৌন্দর্য বোধ এনে দিতে কল্পনার মনোভূমিতে সমষ্টিগত সত্তাকে ক্রমশ করে। এতে করে ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে হারিয়ে ফেলে। তাই কবিতাটি বিশ্বজনীন একাকীত্বের ভাবনা সমষ্টিগত সৌন্দর্য ও প্রেমে এশ্বর্যমণ্ডিত করে।

ব্যক্তি মানুষের মনুষ্যত্বের এই ভূমিকার কথাই বলেছেন 'আমরা' কবিতায় উল্লেখিত। যা এখানে ব্যক্তিগত এই বোধকে সমষ্টিতে মিলিয়ে দেওয়া। তাই কবি বলেছেন, —

" আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর'
সুন্দর হলো সে।"

কবির কল্পনাতেই অন্তর্নিহিত থাকে সৌন্দর্যের আলোকে আমাদের এমনই সংযত বিশ্বের সত্য তাকে প্রকাশিত করে। এই বাহ্যিক সৌন্দর্যানুভূতি যদি অসম্পূর্ণও হয়, তবু কবির কল্পনায় সেই অপূর্ণতার সত্যের আলোকে সম্পূর্ণ প্রাণ দিতে পারে। তাই কবি বলেছেন, 'প্রকাশই কবিত্ব'। কবির হৃদয়ের রঙে বিশ্বের নির্জীব বস্তু আলো ও রঙে সত্য ও সজীব হয়ে ওঠে। কবি সৌন্দর্যের অনুভূতির মাধ্যমে বাইরের বস্তুকে গ্রহণ করেন এবং তার অন্তর সত্যের অপূর্ণতা নিজস্ব কল্পনার মধ্যে মুক্তি করে নিজস্ব চেতনা ও উপলব্ধির দ্বারা পূর্ণতায় পরিবর্তিত করেন। এবং এভাবেই সেই বস্তু ও অবস্তু সত্যের ভিত্তিতে নিরন্তর, অনন্ত ও অনির্বচনীয়ভাবে প্রকাশিত হয়। তাই একই দ্রব্য বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিচিত্র প্রকৃতির মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন প্রতীতিতে ধরা দেয় এবং ব্যক্তিমনুষ্যের অনন্তভাবে। উপলব্ধির সত্যতায় এভাবেই পরিবর্তিত হয়ে যায় প্রকাশধর্ম। ইংরেজীতে যাকে বলা হয়, deference reformation of truth।

তাই আকাশের আলো অনির্বচনীয়, গোলাপের সৌন্দর্য অবর্ণনীয়। উপলব্ধির সত্যতায় যে উপলব্ধি ঘটেছে, এই সত্য। যে তত্ত্বদর্শী কবি এগিয়ে যেতে চান সতর্কভাবে, সমস্ত মানুষের জ্ঞানের সীমিত বোধ ফল নিয়েই বিশ্বরূপের বিশেষত্ব কল্পনাকৃতি। তত্ত্বজ্ঞানী বাইরের বস্তুতত্ত্বকে বাস্তবতার আধারে একান্ত স্বাধীনভাবে স্বীকৃতি দিতে চাইছেন। কিন্তু যিনি অসীম অখণ্ড বিশ্বরূপের যে রূপ, রস বর্ণ গন্ধ নির্মাণ করেন, তার উপভোগ ও স্বীকৃতি শুধু আমিত্ব থেকেই পৃথক। শুধু আমি যেখানে যখন যেন সীমাস্য বিশ্ব আমিত্ব। যার কেন্দ্র থেকেই বাহ্যিক রূপ রস রঙের উদ্ভাসন। তাই ব্যক্তির আমিত্ব থেকেই বিশ্ব আমিত্ব না সমর্পিত হয়। আবার সেই বিশ্ব আমিত্ব আমিত্ব থেকেই ব্যক্তির 'না' কে 'হ্যাঁ' তে রূপান্তরিত করে। এভাবেই তাই আনন্দ লাভের রূপ প্রকাশ। এই আমিত্ব

Scanned with CamScanner

তাই। — " সেই আমির গহনে আলো আঁধারের
ঘটল সংগম
দেখা দিল রূপ জেগে উঠলো রস
'না' কখন ফুটে হল 'হাঁ'; মায়ার মন্ত্রে
রেখায় রঙে সুখে দুঃখে।"

কবির ভাবনার মধ্যেই বৈজ্ঞানিক যুক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই পৃথিবী একদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। বিষ্ণু নাম পড়বে পৃথিবীর বুকে। মহাকালের নতুন খাতায় নামবে একটি শূন্য। শুধু এই প্রলয়ের দিনে ধ্বংস শক্তির উন্মত্ততায় চূর্ণ বিলুপ্ত হবে। তখন অসীমের এত প্রেম এত মাধুর্য কিছুই থাকবে না। কবিত্বহীন হয়ে একলা বিধাতা গণিততত্ত্বের মতো ব্যক্তিত্বহীন অস্তিত্ব নিয়ে সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হবেন। অতএব কবিগুরুর মনেও এই ভোরের বিকাশ লক্ষণীয় — 'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হতো যে মিছে' — তাই কবি বিশ্বাস করেন সেই চিরন্তন সত্য। বিধাতা দুঃখী সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত পৃথিবীর মাঝে নতুন খাতায় উজ্জীবিত হয়ে পুনরায় শুরু করেন সৃষ্টির সাধনা। আলোর নিয়ম যা যুগযুগান্তর ধরে সত্য। কিন্তু যেখানে ব্যক্তি মানুষের মনুষ্যত্ব মহিমাময় হয়ে উদ্ভাসিত হতে থাকে, বিধাতা মানুষকে আদর করে বলবেন — 'মোর ভক্ত', কিন্তু আমি তখন ব্যক্তি আমির হাত নিয়ে সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করবো, এবং বলে উঠবো — 'তুমি সুন্দর, আমি ভালোবাসি।'

সমালোচকেরা মনে এই কবিতাটি [সমার্থক] বলে থাকেন এতে মানবসত্তার পূর্ণমহিমা ও সর্বব্যাপীতায় কবি মনের একনিষ্ঠ বিশ্বাসই প্রকাশিত। বিশ্ব সৃষ্টিকে কবি মানুষের অহং সত্তার বিকাশ বলে ঘোষণা করেছেন এবং বলতে চেয়েছেন বস্তু জগতের রূপ রস বর্ণ ব্যক্তির অবচেতনার মধ্যেই প্রতিফলিত, তাই বিশ্ব সৃষ্টিতে যে সৌন্দর্য ও প্রেমের মাধুর্যতা তা একমাত্র মানুষের ব্যক্তিগত উপলব্ধির অবদান। অর্থাৎ মানুষের চিন্তনারই অসীমের সৌন্দর্য উপলব্ধ। মানুষের অস্তিত্বেই পৃথিবীর সৌন্দর্যের সৃষ্টি। 'আমি' কবিতাটি তাই রবীন্দ্র চেতনার দার্শনিক উপলব্ধির নজীর বহন করে॥

— o —